গতিধারাও বুঝে নেয়ার সময় এসেছে।

একটি নামিদামি মোবাইল কোম্পানির কাস্টমার কেয়ারে কাজ করত প্রীতম। ভালো বেতন, ব্র্যান্ড ভ্যালু, পড়াশোনার পাশাপাশি বাড়তি আয়, করপোরেট দুনিয়ার অভিজ্ঞতা– সব মিলিয়ে লোভনীয় চাকরি কিন্তু বছর না ঘুরতেই ছেড়ে দিল! কেন? ক্ষুব্ধ উত্তর, কাস্টমার আমাদের মানুষ মনে করে না। ফোন করেই অশ্রাব্য গালাগালি, ধমকের সুরে কথা বলে। এটা খুব অপমানজনক। মেয়েদের ক্ষেত্রে আরো বাজে অভিজ্ঞতা হয়। এটা কি বাঞ্ছনীয়? নুসরাত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের শিক্ষার্থী। সপ্তাহ খানেক ধরে বেশ ক্ষুব্ধ স্ট্যাটাস দিচ্ছে। যেমন– 'এমবিবিএস পাঠ্যক্রমে কুংফু-কারাতে নামে একটি কোর্স যোগ করা হোক।' এর বিপরীতে কোনো এক ফেসবুক ইউজার একটি কার্টুনসহ স্ট্যাটাস দিয়েছে– 'ডাক্তাররা এবার খ্যামা দে, এত চ্যাতস ক্যারে।' দুই স্ট্যাটাসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লাইক, কমেন্টস। আমরা কোন পক্ষে? আসলে পক্ষ নেয়ার কিছু আছে কি? ঢাকা মেডিক্যালের মতো পাবলিক হাসপাতালের ডাক্তার আর রোগীর অনুভূতি নিয়ে আমরা ভাবছি কি? ইন্টার্ন ডাক্তার তো মানসিক পরিপক্বতার পরীক্ষা দেয়া শুরু করেছে মাত্র, তার কাছে পাহাড়সম প্রত্যাশা করা কি উচিত? এই মারামারি, অবরোধ কি আমরা চেয়েছিলাম? তাহলে সমস্যাটা বার বার হচ্ছে কেন? আমার দৃষ্টিতে ক্রমেই নাগরিকতা ও যান্ত্রিকতায় পিষ্ট মানবিক ও নাগরিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় এ জন্য দায়ী। তা না হলে আক্রমণকারীর পরিচয় ঢাবি ছাত্র, ছাত্রনেতা, ডাক্তার এমন হবে কেন? আবার চিকিৎসকদের ধর্মঘটও কি সুস্থ প্রতিবাদ? ব্যক্তির আচরণের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক কী? ব্যক্তি তো আর প্রতিষ্ঠান নয়! তাহলে প্রতিষ্ঠানকে জড়িয়ে এ কুরুক্ষেত্র রচনা কেন?

নাগরিক জীবনে এমন অজস্র বিচ্ছিন্ন ঘটনার ঘনঘটা। এই বিচ্ছিন্নতা তীব্র হচ্ছে ক্রমেই। পেশাদার অঙ্গনে একটি জটিল সমস্যা হলো নানান বয়সী সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করা। বয়স সমস্যা নয়, যদি না অধস্তন কেউ বর্ষীয়ান হয়। আবদুল আজিজ একটি প্রতিষ্ঠানে পিয়নের কাজ করছে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে। একদিন ক্ষুব্ধ হয়ে বলেই ফেলে– ত্রিশ বছর ধরে চা আনতেছি, আর কত? সত্যিই তো! আর কত? কিন্তু তার কাজই যে এটা! এমন পরিস্থিতি প্রায় প্রতিটি অফিসে। তরুণ অফিসার আদেশের সুরে আজিজকে বলতে পারে না আবার কর্তৃত্ব বজায় না রাখলে অফিস চলে না। দূরদর্শী কর্মকর্তা শুরুতেই একটা সম্মানজনক সমঝোতা তৈরি করে নেন। এর জন্য উচ্চ ডিগ্রির দরকার নেই, দরকার একটু দূরদর্শিতা আর মানবিক বোধ। অফিসের নবাগত তরুণী সহকর্মীকে ঘিরে একঝাঁক অযাচিত প্রেমিক কিংবা পাণিপ্রার্থী দাঁড়িয়ে গেলে তা ওই তরুণীর জন্য কতটা স্বস্তিদায়ক? আপনার তরুণী সহকর্মী স্বস্তিতে আছে কি?

এমন অজস্র প্রশ্ন আছে, উত্তর নেই। নেতিবাচক উদাহরণ টানতে চাই না, কাউকে দোষী বা নির্দোষ প্রমাণ করাও উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য ক্রমেই সামাজিক ব্যাধি হয়ে ওঠা এই সমস্যাকে লোকভাবনার সঙ্গে যুক্ত করা। পেশাদার অঙ্গনে এর বিপরীত চিত্রও আছে অবশ্যই, না হলে সমাজটা টিকে থাকে না। কিন্তু শুধু টিকে থাকা দিয়ে যে আর বিপর্যয় ঠেকানো যাচ্ছে না। ছিঃ শিক্ষক/পুলিশ/ছাত্র/ডাক্তার এমন শিরোনাম চাই না নিশ্চয়ই। এর দায় সরকার, পুলিশ, রাজনৈতিক দল, আকাশ সংস্কৃতি আর বিশ্বায়নের ওপর চাপিয়ে সাক্ষীগোপাল হয়ে বসে থাকার জো নেই। আমাদের নিজেদের অবস্থান থেকে এসব সম্পর্কের সুষমা আবিষ্কার ও পরিচর্যা করতে হবে। আজকাল প্রায় সব বড় বড় করপোরেট হাউস কাস্টমার কেয়ার সার্ভিস খুলেছে। উদ্দেশ্য দীর্ঘস্থায়ী লাভজনক ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করা। এটা কি শুধু ব্যবসায়িক সম্পর্ক, নাকি এর মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা বিদ্যমান? আমরা সামাজিক দায়বদ্ধতাকেই না হয় গ্রহণ করলাম। তা না হলে তো এটা রোবটিক সমাজ হয়ে উঠবে। শুধু দেয়া আর নেয়ার সম্পর্ক। তা নিশ্চয়ই চাই না আমরা। এই ভাবনাগুলো আমাদের আলোড়িত করুক, পারস্পরিক শ্রদ্ধা আর মানবিকতার সম্পর্ক বিকশিত হোক পেশাদার অঙ্গনে, মানুষ হোক মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ এবং নিবেদিত। ■

এলোমেলো ইচ্ছে

মুনিরা তাসনীম কারিম, ঢাকা

ইচ্ছে হয় এখুনি ঝাঁপ দেই প্লেন-এর জানালা দিয়ে। ইচ্ছে হয় চলন্ত ট্রেনের ছাদে হারিয়ে যাই বন্ধুদের সঙ্গে কোনো অজানা পথে। ইচ্ছে হয় স্কুলের পিচ্চিগুলোকে নিয়ে ঘুরে আসি নিজের শৈশবে। ইচ্ছা হয় খুব ভালবাসতে। ইচ্ছে হয় ভালবাসার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সারারাত বসে থাকি আগুলিয়ার নদীর কাছে। ইচ্ছে হয় মিশে যাই মেঘ ভেলার সঙ্গে। ইচ্ছে হয় পৃথিবীর সব অশ্লীলতাকে মুছে ফেলতে। ইচ্ছে হয় সব অনিয়মের প্রতিবাদে নিয়মের বেড়াজাল ভেঙে ফেলতে। ইচ্ছে হয় সব শিশুশ্রমের কষ্টকে নিজের মাঝে কেড়ে নিতে। ইচ্ছে হয় গাজার শিশুগুলোকে নিয়ে আসি নিজের বুকের কাছে। ইচ্ছে হয় দেশটাকে আরো সুন্দর করতে। ইচ্ছে হয় দেশের সব মানুষের মাঝে সততার জয় দেখতে।

বঞ্চিত-লাঞ্ছিতদের পাশে

মানুয়েল মারাক, নটর ডেম কলেজ

জীবনটাকে নিয়ে ধ্যান করার সময় আমার প্রায়ই মনে হয় পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে যদি মানুষের জন্য কিছু করে রেখে যেতে না পারি তাহলে জীবনটাই বৃথা থেকে যাবে। জানি না মানুষের মঙ্গলের জন্য কতটুকু কাজ করতে পারব। তবে আমার ইচ্ছা মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা। আমার ইচ্ছা একজন সাংবাদিক ও লেখক হয়ে যারা নির্যাতিত-নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত তাদের পাশে দাঁড়ানো। তাদের সুখ-দুঃখের কথা সবার কাছে পৌছানো। সত্যি কথা আমার একটুকুও ইচ্ছা নেই লেখক-সাংবাদিক হয়ে যশ-খ্যাতি অর্জন করা। আমার শুধু ইচ্ছা যারা অসহায় ও অধিকারবঞ্চিত তাদের কথা সবার কাছে জানানো এবং যারা অন্যায় ও অপকর্ম করে তাদের বিরুদ্ধে কলম ধরা। ■

এই বিভাগে আপনিও লিখুন
জানান আপনার ইচ্ছের কথা
ছবিসহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা
সাপ্তাহিক ২০০০
ডেইলি স্টার সেন্টার, ৬৪-৬৫ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
ঢাকা-১২১৫, ই-মেইল : newarticle2000@gmail.com